আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন

সামাজিক-সাংস্কৃতিক, গবেষণাধর্মী-সেবামূলক প্রতিষ্ঠান

ধারণাপত্র ও গঠনতন্ত্র

প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি (ধারণাপত্র/কনসেপ্ট)

দু'শো বছর (১৮০০-২০০০) ইতিহাসকে ভিত্তি হিসেবে ধরে মৌলিক কনসেপ্টে, মৌলিক সৃষ্টির লক্ষ্যে সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান (নতুন ধারার গবেষণাধর্মী-সেবামূলক, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা) হিসেবে ২০১৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি 'আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন' www.alokitochapainawabganjfoundation.com প্রতিষ্ঠা করেন গবেষক-লেখক, সাংবাদিক ও উদ্যোক্তা মাহবুবুল ইসলাম ইমন। কনসেপ্ট/পরিকল্পনা প্রণয়ন, ধারণাপত্র ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে মেধা, মনন, সৃজনশীলতা ও কঠোর পরিশ্রম (স্বেচ্ছাশ্রম) দিয়ে বিগত ৬ বছর আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, পরবর্তীতে ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলাভিত্তিক গুণীজন ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র গবেষণাধর্মী-সেবামূলক এই ফাউন্ডেশন সম্পূর্ণ নতুন ধারার একটি উদ্যোগ।

'বৃহত্তর স্বার্থে, জনকল্যাণে আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে দল-মত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা (বৃহত্তর রাজশাহী) ভিত্তিক ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম। বৃহত্তর স্বার্থে, বৃহত্তর ঐক্যের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সৃজনশীল-উন্নয়নমূলক কাজ করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে এই সংস্থা। উল্লেখ্য যে, ব্যতিক্রমী এই সৃজনশীল-মহতী উদ্যোগে এগিয়ে আসেন কিছু হৃদয়বান মানুষ। আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের মূল উদ্যোক্তাসহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য/ট্রাস্টি হিসেবে 'স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদের সদস্য' হয়েছেন যথাক্রমে ১.পারভিন ইসলাম ২. প্রয়াত ফিরোজ মাহমুদ খান পাভেল ৩.মো.আশরাফ আলী ৪. গোলাম জীবন কাদের বিশ্বাস (ডিউক) ৫.মু.আরিফুল ইসলাম ৬.জামিল আখতার। এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রত্যেক সদস্য প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ হাজার টাকা করে এককালীন অনুদান প্রদান করেছেন। এছাড়াও যারা এই মহতী উদ্যোগে অবদান রেখেছেন, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

'আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন' একটি ব্র্যান্ড, একটি নতুন ধারার মৌলিক (ইনোভেটিভ) প্রতিষ্ঠান। আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের গর্বিত সদস্যরা সবাইকে নিয়ে আমাদের একটি পরিবার। ফাউন্ডেশনের ভবিষৎ পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, ট্রাস্ট গঠন ও ট্রাস্টি বোর্ড (স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ) গঠনের আগে/পরে নতুন ধারার গবেষণাধর্মী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে আলাদাভাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জয়েন্ট স্টোক থেকে 'সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট (১৮৬০)' আইনে ফাউন্ডেশনকে নিবন্ধিত করতে হবে। তাহলে ইনকাম জেনেরেটিক, অর্থনৈতিক ছোট-বড় সবধরনের প্রকল্প, কাজ করা যাবে। সারাদেশ ব্যাপি, জাতীয়ভাবে বড় কিছু করাও সম্ভব হবে। প্রয়োজনবোধে এনজিও ব্যুরো, সমাজসেবা, সমবায় অধিদপ্তর প্রভৃতি থেকেও বিভিন্ন প্রজেক্ট ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আরও নিবন্ধন করার সুযোগ থাকবে। পেশাদারিত্বের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ঐতিহাসিক গৌড় নগরীর অংশবিশেষ, পদ্মা-মহানন্দা নদী বিধৌত, সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার পার্শ্ববর্তী জাতীয় বৃক্ষ 'আমগাছের' সবুজে ঘেরা ঐতিহ্যবাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা। বৃটিশবিরোধী নীলবিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, গৌরবময় ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি, বরেন্দ্রভূমির পটভূমি, ঐতিহ্যবাহী কাঁসা-পিতল, লাক্ষা-রেশম, নকশীকাঁথা শিল্প এবং জাতীয় পরিমণ্ডলে স্বীকৃত আঞ্চলিক লোকজ-সংস্কৃতি গম্ভীরা, আলকাপ, কবিগানে সমৃদ্ধ এই জেলার রয়েছেন দেশে ও প্রবাসে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু কৃতী, আলোকিত, গুণীজন। উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সাল থেকে চলমান মৌলিক প্রকাশনা প্রকল্প 'আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ' www.alokito-chapainawabganj.com এর মূল উদ্যোক্তা, গবেষক ও লেখক 'মাহবুবুল ইসলাম ইমন' এর গ্রন্থস্বত্ব ও মেধাস্বত্ব এর বিষয়টি প্রকাশিতব্য ৩টি গ্রন্থের জন্যই প্রযোজ্য। (১) আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১ম খণ্ড (২) আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২য় খণ্ড (৩) আলোকিত বৃহত্তর রাজশাহী। তাঁর এসকল মৌলিক সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে ২০১৮ সালে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন গঠন বা রুপান্তর ঘটানো- এইটি তাঁর অন্যন্য সৃষ্টি। ফাউন্ডেশনের

ক্ষেত্রেও রয়েছে তাঁর মেধাস্বত্ব। তাঁর গবেষণাধর্মী মৌলিক কনসেপ্ট, ধারণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং সে অনুযায়ী আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন গঠন ও পরিচালনা। এটা তাঁর ইনোভেট, উদ্ভাবনী, নতুন আরেক সৃষ্টি। তাছাড়া, প্রকাশনা প্রকল্প (বই প্রকাশসহ নানাবিধ আয়োজন) ও ফাউন্ডেশন (বহুমাত্রিক মহাকর্মযজ্ঞ) দু'টো আলাদা আলাদা বিষয়। প্রকল্প কিংবা ফাউন্ডেশন- সবগুলোর কনসেপ্ট তাঁর এবং কনসেপ্ট বাস্তবায়নও করেছেন তিনি। বিগত ১১-১২ বছর ধরে, অনলাইন/অফলাইন সবমিলিয়ে এসমস্ত কাজে রয়েছে তাঁর প্রচুর মেধা, মনন, সৃজনশীলতা, অর্থনৈতিক কন্ট্রিবিউট (প্রায় ৮-১০ লক্ষ টাকা)। ঘর ও বাইরের (দু'শো বছর ইতিহাস গবেষণা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বৃহত্তর রাজশাহী-ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকা) বিভিন্ন সৃজনশীল-গবেষণাধর্মী- মেধাভিত্তিক কাজগুলো করেছেন একলা হাতে। সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় সর্বজনীনভাবে (অসাম্প্রদায়িক ও অরাজনৈতিক) সমাজের শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে সদস্য করে গড়ে তুলেছেন 'আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন'।

সোসাইটি কিংবা সমাজের মানুষকে অর্থাৎ গঠনতন্ত্রনুযায়ী ফাউন্ডেশনের অংশীজন হিসেবে কৃতীজন ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সদস্য করা হয়েছে। সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানুষদেরও সদস্য করা হচ্ছে। তাঁদের অর্থনৈতিক কন্ট্রিবিউটও রয়েছে। ফাউন্ডেশনের সকল গর্বিত সদস্যদের নাম, ছবি, পরিচিতি সম্বলিত ডিরেক্টরি (২ বছর পর পর) প্রকাশ হবে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, উপদেষ্টা সদস্য, দাতা সদস্য, পৃষ্ঠপোষক কিংবা আজীবন সদস্য যে যেটা, সেটাই থেকে যাবেন। আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা/কি পারসন/মূল উদ্যোক্তা 'মাহবুবুল ইসলাম ইমন'সহ যার যতটুকু ভূমিকা, অবদান ঠিক ততটুকুই থেকে যাবে। উল্লেখ্য যে, সদস্য সদস্যই। সকল সদস্যই কৃতীজন/বিশিষ্টজন কিংবা গুণীজন নয়। আগামীতে নানামুখী ফান্ডিং/ফান্ড রাইজিং/বাজেট সংগ্রহ কিংবা ইনভেস্টমেন্ট এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের ভবিষৎ পরিকল্পনাগুলো সম্মিলিত প্রয়াসে ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত হবে।

'আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রকাশনা প্রকল্প উপ-কমিটি'

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের অক্ট্রয় মোড়ে, তৎকালীন জেলা সমাজসেবা অফিসের নীচতলায় আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন এর তৎকালীন প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সভায় (২০১৯ সালে) আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রকাশনা প্রকল্প এর নিম্নোক্ত উপ-কমিটি গঠিত হয়। ১.চেয়ারম্যান ও লেখক- মাহবুবুল ইসলাম ইমন ২. সাধারণ সম্পাদক- শাহনেওয়াজ পারভেজ ৩. কোষাধ্যক্ষ- পারভিন ইসলাম # সদস্য- ১. প্রয়াত ফিরোজ মাহমুদ খান পাভেল ২.মো.আশরাফ আলী ৩.মু.আরিফুল ইসলাম ৪. জামিল আখতার ৫.ইফফাৎ আরা নার্গিস (ইমা)

আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা

ফাউন্ডেশনের মূল উদ্যোক্তা ও তৎকালীন চেয়ারম্যান 'মাহবুবুল ইসলাম ইমন' এর আহ্বায়নে গত ৫ মে-২০২২, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদের বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈনুদ্দিন মন্ডল সম্মেলন কক্ষে 'আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন গঠন এবং চলমান প্রকাশনা প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে- বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভার প্রথম পর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক পরিষদ (১৫ সদস্য বিশিষ্ট) গঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক রাষ্ট্রদূত। ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মাহবুবুল ইসলাম ইমন, গবেষক-লেখক, সাংবাদিক ও উদ্যোক্তা। ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ব্যতিক্রমী এই মত বিনিময় সভার ২য় পর্ব রাজশাহীর পর্যটন মোটেলে (৩ জুন, ২০২২) অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩য় পর্ব পর্যায়ক্রমে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী সময়ে ২৫/১১/২০২৩ইং ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ে (চাঁপাইনবাবগঞ্জে শহরের ডিসি মার্কেটের সামনে, পুরাতন সেবা ক্লিনিক ৩য় তলা) অনুষ্ঠিত এক জরুরী সাধারণ সভার মাধ্যমে আহ্বায়ক পরিষদের সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে, আহ্বায়ক পরিষদ বিলুপ্ত করে গঠনতন্ত্রনুযায়ী ১৭ সদস্য বিশিষ্ট 'আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিষদ' গঠন করা হয়। নির্বাহী পরিষদে প্রয়োজনুপাতে নতুন সদস্য কো-অপ্ট এবং পরবর্তী সময়ে ট্রাস্ট ও বোর্ড অব ট্রাস্টি (স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ) গঠন হলে এই নির্বাহী পরিষদ বিলুপ্ত হবে বলেও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। নির্বাহী পরিষদের মাসিক সভায় (১৫/১২/২৩) গঠনতন্ত্রনুযায়ী ফাউন্ডেশনের 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হয়।

আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিষদ

চেয়ারম্যান- মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক রাষ্ট্রদূত
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক- মাহবুবুল ইসলাম ইমন, গবেষক-লেখক, সাংবাদিক ও উদ্যোক্তা

ভাইস চেয়ারম্যান- ৫ জন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

ভাইস চেয়ারম্যান- প্রফেসর ইফফাত আরা নার্গিস, বরেণ্য সংগীত শিল্পী ও শিক্ষাবিদ, অব.মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)
ভাইস চেয়ারম্যান- এ্যাডভোকেট আঞ্জুমান আরা (তারা), সাবেক অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কোর্ট ও সমাজসেবী
ভাইস চেয়ারম্যান- প্রফেসর ডা. জাওয়াদুল হক, উপাচার্য (ভিসি), রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবিদ-চিকিৎসক ও সমাজসেবী
ভাইস চেয়ারম্যান- ডা.আনোয়ার জাহিদ রুবেন, চিকিৎসক ও সমাজসেবী
ভাইস চেয়ারম্যান- ডা.দুররুল হোদা, চিকিৎসক ও সমাজসেবী

ট্রেজারার/কোষাধ্যক্ষ- ডা.ময়েজ উদ্দিন, চিকিৎসক ও সমাজসেবী

নির্বাহী সদস্য- ৯ জন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

নির্বাহী সদস্য-মো.পিয়ারুজ্জামান,অব.এমডি,বাংলাদেশ সুগার এ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ও সমাজসেবী
নির্বাহী সদস্য- এ্যাডভোকেট আবু হাসিব, আইনজীবী ও সমাজসেবী
নির্বাহী সদস্য- ডাবলু কুমার ঘোষ, সাংবাদিক ও পুজা উদযাপন পরিষদ নেতা
নির্বাহী সদস্য- নাজমুল আহসান ননী, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী
নির্বাহী সদস্য- রাইহানুল ইসলাম লুনা, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী
নির্বাহী সদস্য- গোলাম জীবন কাদের বিশ্বাস (ডিউক), ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী
নির্বাহী সদস্য- সৈয়দ মামুন রশিদ, মৃৎ শিল্পী ও ভাস্কর
নির্বাহী সদস্য- আখতারুজ্জামান রাজিব, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী
নির্বাহী সদস্য- মু.আরিফুল ইসলাম, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী
নির্বাহী সদস্য- ডা.মাহফুজ রায়হান, চিকিৎসক ও সমাজকর্মী

উল্লেখ্য যে, নির্বাহী পরিষদে প্রয়োজনুপাতে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা হবে। পরবর্তী সময়ে ট্রাস্ট ও বোর্ড অব ট্রাস্টি (স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ) গঠন হলে এই নির্বাহী পরিষদ বিলুপ্ত হবে।

আমাদের অর্জন সমূহ (বিগত ১১-১২ বছরে)

১. জেলাভিত্তিক গুণীজন/বিশিষ্টজনদের জীবনী নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র www.alokito-chapainawabganj.com এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজে চাঁপাইনবাবগঞ্জের দু'শো বছর ইতিহাসের প্রায় দুই শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে (১০-১১ বছর ধরে গবেষণার মাধ্যমে, মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ)। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পাঠক/মানুষ অনলাইনের মাধ্যমে এগুলো পড়ছে, জানছে, সাদরে গ্রহণ করেছে। নতুন ধারার প্রকাশনা প্রকল্প, এই উদ্যোগটি দেশব্যাপি প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছে।

২. 'আলোকিত ব্যক্তিত্ব সম্মাননা পদক' চালু ও গম্ভীরা উৎসবের আয়োজন। আধুনিক গম্ভীরা গানের রুপকার 'শেখ সফিউর রহমান সুফি মাস্টারকে' আনুষ্ঠানিকভাবে (২১ মার্চ ২০১৬, স্থানীয় শহীদ সাট্টু হলে অনুষ্ঠিত) 'আলোকিত ব্যক্তিত্ব সম্মাননা পদক' মরনোত্তর প্রদানসহ চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, সুফি মাস্টারের ইতিহাস অপ্রকাশিত ও জনসাধারণের জানার বাইরে ছিল। আমরাই প্রথম তাঁকে

এবং তাঁর পরিবারকে যথাযথ সম্মান করি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত হলে, আমরা ইত্যাদি টিমের সাথে বিষয়গুলো নিয়ে যোগাযোগ করলে দেশবরেণ্য গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, গবেষক ও উপস্থাপক ‘হানিফ সংকেত’ তাঁর ‘ইত্যাদি’ অনুষ্ঠানে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তর পর্বে ‘আধুনিক গম্ভীরা গানের রুপকার কে?’- এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। যা আমাদের একটি বড় অর্জন।

৩. বেশ কয়েকজন গুণীব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পাওয়ার ব্যাপারে ‘আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জের’ পক্ষ থেকে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া হয়। ফলে ভাষাসৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, প্রথিতযশা আইনজীবী ‘গোলাম আরিফ টিপু’ সাহেবের ‘একুশে পদক’ প্রাপ্তি। যা আমাদের একটি অর্জন।

৪. প্রকাশনা প্রকল্প-২ হিসেবে ‘আলোকিত বৃহত্তর রাজশাহী’ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-নওগাঁ-নাটোর) www.alokitobrihottorrajshahi.com এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে।

৫. বৈশ্বিক মহামারী করোনাকালসহ বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু অসহায় পরিবারকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান।

৬. দীর্ঘ ১১-১২ বছর (২০১৩-২০২৫) ধরে চলমান ‘আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ’ সৃষ্টিশীল প্রকাশনাটি এক সময় প্রকাশনা প্রকল্প, পরবর্তীতে এই সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন) এ রুপান্তরিত হয়। জেলাভিত্তিক গুণীজন-তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র গবেষণাধর্মী-সেবামূলক এই ফাউন্ডেশন সম্পূর্ণ নতুন ধারার ইনোভেটিভ একটি উদ্যোগ। এইটি আমাদের আরেকটি বড় অর্জন।

আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন এর উপদেষ্টা পরিষদ

পদাধিকার বলে (বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও জেলার সকল সংসদ সদস্যবৃন্দ) * চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ * চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ * চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ * সংরক্ষিত নারী আসন * প্রফেসর এলতাস উদ্দিন, শিক্ষাবিদ, লেখক-গবেষক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান * ডা. আয়াজ উদ্দিন, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সমাজসেবী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা * ইমেরিটার্স প্রফেসর রফিকুন নবী (র'নবী), একুশে পদকপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী * কাইয়ুম রেজা চৌধুরী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক-সমাজসেবী * শাহজাহান মিঞা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিক-সমাজসেবী * মোহাম্মদ আলী কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিক-সমাজসেবী * প্রফেসর মেঘনাদ সাহা, শিক্ষাবিদ ও লেখক * বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির, সদস্য বাংলাদেশ আইন কমিশন ও সাবেক চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১ ও ২ * ইসরাইল সেন্টু, ক্রীড়া সংগঠক, রাজনীতিক-সমাজসেবী * ডা.আবুল হাসান, সমাজসেবী ও চিকিৎসক * মোহা. লতিফুর রহমান, রাজনীতিক-সমাজসেবী * আপেল আব্দুল্লাহ, কবি ও লেখক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেসসচিব (অব.অতিরিক্ত সচিব) * ফজলুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও সাবেক রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব (অব.অতিরিক্ত সচিব) * এ্যাড. আব্দুস সামাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিক-সমাজসেবী * সাংবাদিক তসলিম উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক * লে.জেনারেল (অব.) প্রফেসর ড. আমিনুল করিম (রুমী), শিক্ষাবিদ ও লেখক, সাবেক রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব * প্রফেসর ড. মেসবাহ কামাল, বরেণ্য ইতিহাসবিদ ও গবেষক * প্রফেসর ড. মিজান উদ্দিন, সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় * ডিআইজি নজরুল ইসলাম, গবেষক ও উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মকর্তা * রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার (পদাধিকার বলে) * রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি (পদাধিকার বলে) * চেয়ারম্যান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদ (পদাধিকার বলে) * জেলা ও দায়রা জজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (পদাধিকার বলে) * জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (পদাধিকার বলে) * জেলা পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (পদাধিকার বলে) * সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ড্রাস্টি (পদাধিকার বলে) * সভাপতি, বৃহত্তর রাজশাহী সমিতি, ঢাকা (পদাধিকার বলে) * * সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকা (পদাধিকার বলে) * সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতি, রাজশাহী (পদাধিকার বলে)

উল্লেখ্য যে, উপদেষ্টা পরিষদে প্রয়োজনুপাতে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা হবে

গঠনতন্ত্র

ধারা নং-১ সংগঠনের নামঃ আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন

ধারা নং-২ সংগঠনের ধরণঃ একটি অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, গবেষণাধর্মী-সেবামূলক প্রতিষ্ঠান (নতুন ধারার গবেষণাধর্মী-সেবামূলক, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা)

ধারা নং-৩ সংগঠনের কার্যসীমানাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-নওগাঁ-নাটোর (বৃহত্তর রাজশাহী)

ধারা নং-৪ সংগঠনের স্লোগান : ‘বৃহত্তর স্বার্থে, জনকল্যাণে আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন’

৪.১ প্রকল্প স্লোগান-১ নিজেকে চিনি, নিজেকে গড়ি/গড়ি আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গড়ি আলোকিত বাংলাদেশ ৪.২ প্রকল্প স্লোগান-২ নিজেকে চিনি, নিজেকে গড়ি/গড়ি আলোকিত বৃহত্তর রাজশাহী, গড়ি আলোকিত বাংলাদেশ

ধারা নং-৫ সংগঠনের কার্যালয়ঃ প্রধান কার্যালয় অবশ্যই চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরে হতে হবে। রাজশাহী ও ঢাকায় প্রয়োজনুপাতে ইউনিট অফিস নেয়া যেতে পারে। বর্তমান প্রধান কার্যালয়- পুরাতন সেবা ক্লিনিক (৩য় তলা), ডিসি মার্কেটের সামনে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ধারা নং-৬ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং বিকাশের লক্ষ্যে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। মানবসম্পদ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, তথ্য-প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং গবেষণাধর্মী বিভিন্ন সৃষ্টিশীল-উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে ‘আলোকিত বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে ‘আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠিত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধারা ৬.১ বর্তমান চলমান প্রকল্প/পরিকল্পনাঃ প্রকাশনা প্রকল্প-১

(১) প্রকাশিতব্য গবেষণাধর্মী-মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে ‘আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ www.alokito-chapainawabganj.com (দু’শো বছর ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী)’ এর লেখক ও গবেষক মাহবুবুল ইসলাম ইমনের গ্রন্থস্বত্ব ও মেধাস্বত্ব ঠিক রেখে পর্যায়ক্রমে ১ম এবং ২য় খণ্ড দুইটি গ্রন্থ প্রকাশ (প্রিন্ট ও অনলাইন সংস্করণ) (২) আলোকিত উৎসব (বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের উদ্বোধন ও ভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন, কৃতি-গুণীজন সমাবেশ (ঢাকা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (৩) আলোকিত উৎসব উপলক্ষে স্মরণিকা/ডাইরেক্টরি প্রকাশ। উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রকাশনা প্রকল্পসহ সামগ্রিক কার্যক্রমে বিশিষ্ট ব্যক্তির ইতিবাচক দিকগুলোকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ব্যক্তির নেতিবাচকতার দায়ভার কোনমতেই লেখক-গবেষক কিংবা ফাউন্ডেশনের নয়। ব্যক্তির নেতিবাচকতার দায়ভার, যার যার, তার তার।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধারা ৬.২ প্রকাশনা প্রকল্প-২

(১) প্রকাশিতব্য গবেষণাধর্মী-মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে ‘আলোকিত বৃহত্তর রাজশাহী www.alokitobrihottorrajshahi.com (দু’শো বছর ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী)’ এর লেখক ও গবেষক মাহবুবুল ইসলাম ইমনের গ্রন্থস্বত্ব ও মেধাস্বত্ব ঠিক রেখে গ্রন্থ প্রকাশ (প্রিন্ট ও অনলাইন সংস্করণ) (২) কৃতি-গুণীজন সমাবেশ ও আলোকিত উৎসব (৩) আলোকিত উৎসব উপলক্ষে ডিরেক্টরি/ স্মরণিকা প্রকাশ। (ঢাকা ও রাজশাহী)। উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রকাশনা প্রকল্পসহ সামগ্রিক কার্যক্রমে বিশিষ্ট ব্যক্তির ইতিবাচক দিকগুলোকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ব্যক্তির নেতিবাচকতার দায়ভার কোনমতেই লেখক-গবেষক কিংবা ফাউন্ডেশনের নয়। ব্যক্তির নেতিবাচকতার দায়ভার, যার যার, তার তার।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধারা নং-৬.৩ ফাউন্ডেশনের ভবিষৎ পরিকল্পনাসমূহ :

(১) মানুষ, মা, মাতৃভূমি এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁদের জন্য কাজ করতে পারা সবচেয়ে পবিত্র ও গর্বিত বিষয়। আঞ্চলিকতা/ইজম এক প্রকারের দেশপ্রেম। নিজ নিজ জেলা ও জেলার মানুষ-সংস্কৃতি-শেকড়কে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশের মাটি, মানুষ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শেকড়ের প্রতি ভালোবাসা-প্রেম সুষ্ঠু বিকাশ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন, গবেষণাধর্মী, সৃজনশীল পরিকল্পনার ধারাবাহিক বাস্তবায়ন করাই আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন।

(২) আম, কাঁসা, লাক্ষা, রেশম, নকশীকাঁথা, কালাইরুটি, আদি চমচম, গম্ভীরা, আলকাপ-কবিগানসহ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা (বৃহত্তর রাজশাহী) এর বিভিন্ন লোকজসংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রভৃতি নিয়ে বিভিন্ন সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ এবং জাতীয় পর্যায়ে ব্র্যান্ডিং করা।

(৩) 'আলোকিত উৎসব' ও দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০ জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'আলোকিত ব্যক্তিত্ব সম্মাননা পদক' প্রদান। সকল সদস্যদের নাম-ছবি-পরিচিতি সম্বলিত ডাইরেক্টরী প্রকাশ (বিভিন্ন বিষয়ে নতুন/পুরাতন লেখকের লেখাসহ)

(৪) গুণীজনদের নামে বিভিন্ন রাস্তা, স্থাপনার নামকরণের উদ্যোগ গ্রহণ

(৫) গুণীজনদের রাষ্ট্রীয় পদক (একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কার ও বাংলা একাডেমী) পাবার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ

(৬) নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রজেক্ট ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

(৭) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/প্রজেক্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজ করবে আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন।

(৮) বৃহত্তর রাজশাহীভিত্তিক ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং বিকাশের লক্ষ্যে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করবে। বৃহত্তর স্বার্থে, সরাসরি জনকল্যাণে নানামুখী চ্যারিটি-সেবামূলক কাজের মাধ্যমে অবদান রাখবে এই প্রতিষ্ঠান।

(৯) চাঁপাইনবাবগঞ্জ (বৃহত্তর রাজশাহী) জেলায় জাদুঘর, সংস্কৃতি কেন্দ্র (কালচারাল সেন্টার), আইটি পার্ক, বিভিন্ন শিল্প ইন্ডাস্ট্রি, কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, আইন কলেজ, গম্ভীরা একাডেমী, চারুকলা মহাবিদ্যালয়, সংগীত মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি যেসমস্ত কাজ হয়নি, অথচ জরুরি, বৃহত্তর স্বার্থে সেইসব প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে উদ্যোগী হবে 'আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন'।

ধারা নং-৭ সদস্য হওয়ার শর্ত/যোগ্যতা:

(১) স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ড অব ট্রাস্টি (২) নির্বাহী পরিষদ/আহ্বায়ক পরিষদ (৩) উপদেষ্টা পরিষদ (৪) দাতা সদস্য (৫) পৃষ্ঠপোষক সদস্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমাদের নির্বাচিত দু'শো বছর ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অগ্রাধিকার পাবেন। তবে নির্বাহী পরিষদ/ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তে সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও এই সমস্ত যায়গায় থাকতে পারবেন। এছাড়াও সমাজের যেকোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, দেশের বৈধ নাগরিক সাংগঠনিক সকল শর্তমেনে 'আজীবন সদস্য'পদ পেতে পারেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক পরিষদের সদস্য প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে। তবে সদস্য হলেই যে তিনি প্রকল্পের কৃতি-গুণীজনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেন এমনটা নয়। সেটা আলাদা বিষয়।

তাছাড়া, সরাসরি যারা এ্যাকটিভ রাজনীতি করেন, কোন দলীয় সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা কোন জনপ্রতিনিধি তাঁরা বিভিন্ন সদস্য পদ পেলেও ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক/চেয়ারম্যান/সভাপতি, সদস্য সচিব/নির্বাহী পরিচালক, কো-চেয়ারম্যান, কোষাধক্ষ্য/ট্রেজারার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকতে পারবেন না। এসব বিশেষ ক্ষেত্রে বোর্ড অব ট্রাস্টির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা নং-৮ সাংগঠনিক কাঠামো :

স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ/ বোর্ড অব ট্রাস্টি:

ফাউন্ডেশনের মূল উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠাতাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্য/ট্রাস্টিদের নিয়ে গঠিত হবে আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ অথবা বোর্ড অব ট্রাস্টি। এই পরিষদ সর্বচ্চো ১৯ জনের হবে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য/ট্রাস্টি হিসেবে প্রত্যেক সদস্যই ধারাবাহিকভাবে এই পরিষদে যুক্ত হবেন। প্রতিষ্ঠাতা সকল সদস্যর মধ্য থেকে (বোর্ড নির্বাচিত) অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং সক্রিয় ১ জন বোর্ডের চেয়ারম্যান (৩ বছর মেয়াদী), ১ জন কো- চেয়ারম্যান (৩ বছর মেয়াদী), ১ জন নির্বাহী পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পদাধিকার বলে ফাউন্ডেশনের মূল উদ্যোক্তা), ১ জন ট্রেজারার (৩ বছর মেয়াদী) ও বাকি সকলে ডিরেক্টর/ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য/ট্রাস্টিদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁদের সন্তান এই পর্ষদে যুক্ত হবার বিষয়ে অগ্রাধিকার পাবেন।

যাদের সরাসরি মেধা, মনন, পরিশ্রম ও অর্থায়নে এই ফাউন্ডেশনটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তাঁরাই প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে গণ্য এবং সম্মানিত হবেন। প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য/ট্রাস্টি নূন্যতম ২ লক্ষ টাকা এককালীন অনুদান দিবেন। এই স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ/ট্রাস্টি বোর্ডটি ফাউন্ডেশনের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ হিসেবে গণ্য হবে। রেজিস্ট্রেশননথিতে প্রতিষ্ঠাকালীন সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ থাকবে।

ফাউন্ডেশনের সম্মানিত 'মূল উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠাতা/কী পারসন'- এই পদাধিকারবলে 'মাহবুবুল ইসলাম ইমন' যতদিন সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সক্ষম থাকবেন, নির্বাহী পরিষদ, স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ/ট্রাস্টি বোর্ড এর নির্বাহী পরিচালক/সদস্য সচিব/ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ঠিক ততদিন দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর অনুপস্থিতে উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁর সন্তান উপযুক্ত হলে সেই দায়িত্ব পালনে অগ্রাধিকার পাবে।

ফাউন্ডেশনের বহুমাত্রিক, অনলাইন/অফলাইন, ঘর ও বাইরের কাজ, মেধাভিত্তিক, গবেষণাধর্মী, সৃজনশীল, বড় পরিসরে (চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-ঢাকা) নানান কাজ-কর্ম তথা মহাকর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং জীবন-জীবিকার বাস্তবতার নিরিখে ফাউন্ডেশনের মূল প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মাহবুবুল ইসলাম ইমনকে পেশাদারিত্বের (প্রফেশনাল) যায়গায় অবস্থান করতে হবে। পদাধিকার বলে তাঁর যথাযথ মর্যাদা, ক্ষমতা, সম্মানী, বেতন-ভাতা, টিএ.ডিএ সঙ্গত কারণেই তাঁর প্রাপ্য থাকবে।

উল্লেখ্য যে, (১) স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ড অব ট্রাস্টি (২) নির্বাহী পরিষদ/আহ্বায়ক পরিষদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমাদের নির্বাচিত দু'শো বছর ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অগ্রাধিকার পাবেন। তবে নির্বাহী পরিষদ/ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তে সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও এই সমস্ত যায়গায় থাকতে পারবেন।

ধারা নং ৯ : বোর্ড অব ট্রাস্টি কর্তৃক নির্বাহী পরিষদ/আহ্বায়ক পরিষদ

প্রাতিষ্ঠানিক বৃহত্তর স্বার্থে 'বোর্ড অব ট্রাস্ট' চাইলে ট্রাস্টি বোর্ডের অধীন 'নির্বাহী পরিষদ' (দুই বছর মেয়াদী) আলাদাভাবে গঠন করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য পরিষদ থেকে সদস্য কো-অপ্ট করার বিষয়টি থাকবে। নির্বাহী পরিষদের কাঠামো-(১) নির্বাহী চেয়ারম্যান/আহ্বায়ক (২) নির্বাহী

পরিচালক/সদস্য সচিব (পদাধিকার বলে ফাউন্ডেশনের মূল উদ্যোক্তা) (৩) ট্রেজারার/কোষাধক্ষ্য (৪) নির্বাহী সদস্য- ১২ জন

আহ্বায়ক/নির্বাহী পরিষদ কাঠামো- (ক) আহ্বায়ক/চেয়ারম্যান (খ) সদস্য সচিব/নির্বাহী পরিচালক (পদাধিকার বলে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা) (গ) যুগ্ম আহ্বায়ক/ভাইস চেয়ারম্যান (ঘ) যুগ্ম আহ্বায়ক/ভাইস চেয়ারম্যান (ঙ) যুগ্ম আহ্বায়ক/ভাইস চেয়ারম্যান (চ) যুগ্ম আহ্বায়ক/ভাইস চেয়ারম্যান (ছ) যুগ্ম আহ্বায়ক/ভাইস চেয়ারম্যান (জ) কোষাধক্ষ্য/ট্রেজারার (ঝ) নির্বাহী সদস্য- ৯ জন

ধারা নং- ৯.১ ফাউন্ডেশনের ইউনিট/শাখা: নির্বাহী পরিষদের অধীন প্রয়োজনবোধে রাজশাহী ও ঢাকার সমন্বয়কারী ইউনিট পরিষদ গঠিত হতে পারে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৫টি উপজেলার ৫টি সাংগঠনিক ইউনিট হতে পারে। প্রকল্প কিংবা প্রয়োজন ভেদে উপ-কমিটি/পরিষদ গঠন করা যাবে।

ধারা নং- ১০ উপদেষ্টা পরিষদ :
নির্বাহী পরিষদ/বোর্ড অব ট্রাস্টি(স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ) দ্বারা মনোনিত হবে ‘উপদেষ্টা সদস্য’। (সদস্য সংখ্যা সর্বচ্চো ২৭ জন/মিটিং এ সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে ৩৫-৪০ জন করতে হবে) উপদেষ্টা সদস্যর ক্ষেত্রে আমাদের নির্বাচিত দু'শো বছর ইতিহাসের বিশিষ্টজন, গুণীজনরাই মূলত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত হবেন। ২ বছর পর পর এই পরিষদে পরিবর্তন আনতে পারবে স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ। এই পরিষদের সদস্য হতে কোন অনুদান/ফি লাগবেনা। তবে ফাউন্ডেশনটি পূর্ণাঙ্গ গড়ার স্বার্থে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের উপদেষ্টাগণ নূন্যতম ২০ হাজার টাকা আমাদের ফান্ড/তহবিলে অনুদান হিসেবে প্রদান করবেন। পদাধিকার/প্রটোকল বলে- বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ ও সংরক্ষিত নারী আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা ও দায়রা জজ, জেলা প্রশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপার মহোদয় এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি, বৃহত্তর রাজশাহী সমিতি, ঢাকা এর সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকা এর সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতি, রাজশাহী এর সভাপতি ফাউন্ডেশনের সম্মানিত ‘উপদেষ্টা সদস্য’ হিসেবে গণ্য হবেন।

ধারা নং- ১১ সাধারণ পরিষদ : মূল প্রতিষ্ঠাতাসহ সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, উপদেষ্টা সদস্য, দাতা সদস্য, পৃষ্ঠপোষক সদস্য, আজীবন সদস্যসহ সকলকে (অলওভার) নিয়ে গঠনতন্ত্রনুযায়ী ফাউন্ডেশনের ‘সাধারণ পরিষদ’ গঠিত, যা স্বাভাবিকভাবেই চলমান থাকবে। সকল সদস্যদের নিয়ে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সকল সদস্যদের ছবি-নাম, পরিচিতিসহ ডাইরেক্টরী প্রকাশ হবে সাধারণ সভায়।

ধারা নং- ১২ দাতা সদস্য: মহৎ উদ্দেশ্যে এবং ফাউন্ডেশনের দীর্ঘমেয়াদী পথচলায় ফান্ড/তহবিলে আর্থিক সহযোগিতাসহ সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা করবেন এমন ব্যক্তিরাই মূলত ‘দাতা সদস্য’ বলে সম্মানিত হবেন। ফাউন্ডেশনটি পূর্ণাঙ্গ গড়া ও স্থায়ীভাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের দাতা সদস্যগণ নূন্যতম ৫০ হাজার টাকা আমাদের ফান্ড/তহবিলে অনুদান হিসেবে প্রদান করবেন। উল্লেখ্য যে, (১) স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ড অব ট্রাস্টি (২) নির্বাহী পরিষদ/আহ্বায়ক পরিষদ (৩) উপদেষ্টা পরিষদ (৪) দাতা সদস্য (৫) পৃষ্ঠপোষক সদস্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমাদের নির্বাচিত দু'শো বছর ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অগ্রাধিকার পাবেন। তবে নির্বাহী পরিষদ/ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তে সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও এই সমস্ত যায়গায় থাকতে পারবেন।

ধারা নং- ১৩ পৃষ্ঠপোষক সদস্য: মহৎ উদ্দেশ্যে এবং ফাউন্ডেশনের দীর্ঘমেয়াদী পথচলায় ফান্ড/তহবিলে আর্থিক সহযোগিতাসহ পৃষ্ঠপোষকতা করবেন এমন ব্যক্তিরাই মূলত ‘পৃষ্ঠপোষক সদস্য’ বলে সম্মানিত হবেন। ফাউন্ডেশনটি পূর্ণাঙ্গ গড়া ও স্থায়ীভাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের পৃষ্ঠপোষক সদস্যগণ নূন্যতম ২৫ হাজার টাকা আমাদের ফান্ড/তহবিলে অনুদান হিসেবে প্রদান করবেন। উল্লেখ্য যে, (১) স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ড অব ট্রাস্টি (২) নির্বাহী পরিষদ/আহ্বায়ক পরিষদ (৩) উপদেষ্টা পরিষদ (৪) দাতা সদস্য (৫) পৃষ্ঠপোষক সদস্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমাদের নির্বাচিত দু'শো বছর ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অগ্রাধিকার পাবেন। তবে নির্বাহী পরিষদ/ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তে সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও এই সমস্ত যায়গায় থাকতে পারবেন।

ধারা নং- ১৪ আজীবন সদস্য: সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, দেশের যেকোন বৈধ নাগরিক সাংগঠনিক সকল শর্তমেনে আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের ‘আজীবন সদস্য’ পদ পেতে পারেন। সদস্য ফি- ১০ হাজার টাকা

ধারা নং- ১৫ সদস্য পদ বাতিল : প্রতিষ্ঠান-সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপ, গঠনতন্ত্রবিরোধী, ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ যা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে বাধাগ্রস্থ করে এমন অযৌক্তিক আচরণ, কার্যকলাপ, গ্রুপিং প্রভৃতি অভিযোগ কোন সদস্যের বিরুদ্ধে থাকলে, সেই সদস্যের সদস্য পদ বাতিল করার এখতিয়ার রাখে ফাউন্ডেশনের মূল উদ্যোক্তা, নির্বাহী পরিষদ অথবা ট্রাস্টি বোর্ড। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণও করতে পারে।

ধারা নং- ১৬ ফান্ড/তহবিল গঠন: ফান্ড/তহবিল গঠন করার ক্ষেত্রে আলোকিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের চলতি/সঞ্চয়ী হিসাব সরকারি অথবা বেসরকারি ব্যাংকে থাকতে হবে। বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা একাধিক ব্যাংক হিসাব থাকতে পারে। ব্যাংক হিসাব সভার রেজুলেশনুযায়ী যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। ১. চেয়ারম্যান/নির্বাহী চেয়ারম্যান/আহ্বায়ক ২.নির্বাহী পরিচালক/সদস্য সচিব ৩. কোষাধক্ষ্য/ট্রেজারার এই তিনজনের যেকোন দুইজন (অবশ্যই সদস্য সচিব/নির্বাহী পরিচালকসহ) স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

গঠনতন্ত্রের বাকি অংশের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে...

গঠনতন্ত্র সংশোধন, বিয়োজন-সংযোজন, অনুমোদন ট্রাস্টি বোর্ড/স্থায়ী পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সংরক্ষিত

যোগাযোগ: ফোন: ০২৫৮৮৯২৬১৯, মোবাইল: ০১৭২২-৪১৯২১৯, ০১৮২৯-৩০৭০৩০
ই-মেইল: joyemon86@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.alokitochapainawabganjfoundation.com